শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।

মেহেরপুর শহরে ৪ যুবক গ্রেফতার । চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে চুরির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৪ যুবক গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকরা হলো, মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক রোড নতুন শেখপাড়া এলাকার মহিনুল আলমের ছেলেরোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর শহরের ৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত ইকবাল খানের ছেলে আকাশ আহম্মেদ খান, গোরস্থান পাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুজ্জামান ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন।
এদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া ১জোড়া স্বর্ণের বালা, ১ জোড়া স্বর্ণের দুল, ১টি মোবাইল ফোন, নগদ ১৩০০ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল উদ্ধার করে হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে শহর ফাঁড়ি পুলিশের এসআই সোহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে। এসব চুরির ঘটনায় তাদেরকে শনাক্ত করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটক এই চার জনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পূর্বের একাধিক চুরির অপরাধে মামলা আদালতে চলমান ।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

এবার গ্রেফতার তালেবের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিওরিটি আইনে মামলা

নিজের ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে (৪২) নামে ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিওরিটি এ্যাক্ট এর ২৫/২৯/৩১ ধারায় একটি মামলা এফআইআরভুক্ত হয়েছে। মামলার নং ৮, তারিখ ১০/০৮/২০২২ ইং।

গাংনীর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শেখ আনিসুজ্জামান লুইস বাদী হয়ে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেছেন। তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার (১০) দিবাত রাতে গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামে অভিযান চালিয় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আবু তালেব গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার

হারুন অর রশিদ ওরফে হারুর ছেলে।

জানা গেছে, সরকার জ্বালানীর দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পর গত শনিবার রাতে নিজ ফেইসবুক আইডিতে লাইভে এসে আবু তালেব প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করেন।

বিষয়টি ব্যাপক ভাইরাল হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর প্রশাসের মধ্যে তোলপাড় হয়। সেদিন থেকেই পুলিশের পৃথক টিম বিভিন্ন স্খানে অভিযান শুরু করলে আত্মগোপনে চলে যান এই ব্যক্তি।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশ দুই দিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃত আবু তালেবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হবে।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ টি মামলায় পলাতক ভাবি দেবর ঢাকা থেকে গ্রেফতার

অর্থ প্রতারণার অভিযোগে মামলায় আদালতের ৪ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত ২ বছর যাবৎ পলাতক আসামি তারেক হোসেন (৩৫) ও রমিা খাতুন (২৮) কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকার রামপুরার একটি ভাড়া বাসা থেকে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন পুলিশ। গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান আতিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

তারেক হোসেন গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে ও রিমা খাতুন একই গ্রামের জহিরুল ইসলামের মেয়ে। তারা সম্পর্কে ভাবি ও দেবর হন বলে জানান এসআই আতিক।

তিনি জানান, এই দুজনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদালতে চারটি মামলা রয়েছে। এসব মামলা থেকে বাঁচতে তারা ঢাকায় প্রায় ২ বছর আগে পালিয়ে গেছেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান, এসআই আতিক।

ঝিনাইদহে মিথ্যা হত্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে এক ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, দেড় বছর আগে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী সুলতান গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়। এরপর থেকে সে বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিয়ে আসছিল।

গত ৬ জুন পুরন্দরপুর গ্রামের হালিমা খাতুনের বাড়িতে সুলতান ও হালিমাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তার দুই ছেলে রহিম ও রাসেল।

রাতে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর মিজানুর রহমান ও পাশের ওয়ার্ডের মেম্বর আরিফুর রহমানসহ সুলতানের ভাই ফরিদ হোসেনের উপস্থিতিতে সুলতান ও হালিমার বিয়ে হয়।

সকালে হালিমাকে নিয়ে সুলতান তার বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ঢুকতে না দিলে ঢাকায় চলে যায়। সেখানে ১৩ দিন থাকার পর সুলতানের ভাই ফরিদ ও তার পরিবারের লোকজন মেনে নেওয়ার আশ^◌াসে গ্রামে ডেকে আনে।

সেখানে মারধর করে তাদের জোর করে তালাক দেওয়া হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর অসুস্থ হলে গত ২৪ জুলাই যশোরে ভর্তি করা হয় সুলতানকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ৩ তারিখে মারা যায়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে প্রতিপক্ষরা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এতে নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামী করা হয়েছে।

সুলতান অভিযোগ করে বলেন, সুলতানের লাশ বাড়িতে আনলে শুরু হয় রাজনীতি। ওই এলাকার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, পুলিশ হত্যা চেষ্টা মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আমার ভাই মিজানুরের কাছে নির্বাচনে হেরে এটিকে হত্যা মামলা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি মামলা প্রত্যহারের দাবী জানান তারা।

চুয়াডাঙ্গায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃমিঃ নামে ২ কোটি টাকার মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদ জার্মানী কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর নামে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে মামলা করেছে।

চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই মামলা দায়ের করেন দর্শনার পরিবেশক মোঃ কামাল উদ্দিন সান্টু।

সোমবার দুপুরে ঈজ ১৫৪/২২ মামলায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সিড

ম্যানেজার বিধান চন্দ্র পাল, রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শামসুল ইসলাম বিজ্ঞ আদালতে জামিন নিয়েছেন।

মামলা সুত্রে জানা যায় ২০০৫ সালে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার প্রতিষ্ঠিত কীটনাশক ব্যবসায়ী মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে জার্মানি কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তিবদ্ধ হয়।

বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেড তার সাথে দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যবসা করে। এর মধ্যে কোম্পানি কাছে নির্ধারিত পাওনা কমিশন বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টুকে টাকা না দিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরাতে থাকে।

২০২০ সালে করোনা আক্রান্ত হয়ে কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টু লাইফ সাপটে ৪০ দিন জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেচে আসলে, পরবর্তিতে কোম্পানি অন্য জায়গায় পরিবেশক নিয়োগ দেন।

কোম্পানির কাছে বার বার তাহার পাওনা কমিশন ও তাদের অফিসারের নির্দেশে মাঠ কর্মির দ্বারা ৮% কম মুল্য বিক্রয় করে দেওয়ায় ক্ষতিসাধিত সহ ২ কোটি টাকা দাবি করে কোম্পানটির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

মেহেরপুরে ডা. বিপুল কুমারের নামে আদালতে মামলা

মেহেরপুর এ্যাপোলো নার্সিং হোমের স্বতাধিকারী ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভুল অপরেশন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১ আগষ্ট মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আমলী আদালতে ২৬৯/৩২৬/৩০৭ ও ৫০৬(২) পেনাল কোড ১৮৬০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে আলতাব হোসেন।

ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আলতাব হোসেন তার আবেদনে বলেন, গত ১৪/০৬/২২ ইং তারিখে তার সন্তান সম্ভাবা বোন মোছা: সামসুন্নাহার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে যান।

তাকে দেখে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ওই সময় এ্যাপেলো নার্সিং হোমের এক অপরচিত লোক (দালাল) ফুঁসলিয়ে এ্যাপোলো নার্সিং হোমে ভর্তি করেন।

সেখানে ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিজারিয়ান অপারেশন করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শে ডা. বিপুল কুমারের তত্বাবধানে ওই নার্সিং হোমেই সিজারিয়ান অপারেশন করেন তিনি। অপারেশন করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনেন।

ওই সময় তারা তাড়াহুড়ো করে ছুরি কাঁচি দিয়ে অপরেশন করতে গিয়ে প্রসাবের নাড়িটি কেটে ফেলে। পরে সেভাবেই পেট সেলাই করে দেন। পরে আমার বোন পানি খেলেই তা বের হয়ে যায়।

বিষয়টি ডা. বিপুল কুমারের স্বরণাপন্ন হলে ভুল চিকিৎসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সিজারের যাবতীয় টাকা ফেরৎ প্রদানসহ তার চিকিৎসার সব দায়ীত্ব বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর মধ্যে রোগীকে নতুন করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বোনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানার পরেও সে এখন আর কোনো প্রকার দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ডা. বিপুল কুমারের অদক্ষতা ও অবহেলায় বোন মোছা: সামসুন্নাহার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। তার কাছে বিষয়টি জানালে সে এখন মামলা না করার জন্য হুমকী দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ডা.বিপুল কুমার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রায় তিন মাস আগে ওই নামে একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে। তবে, প্রসাবনালী কেটে গেছে কিনা আমার জানা নেই।

তারপরেও আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো। তার নামে মামলা হয়েছে কিনা সেটাও জানেনা বলে জানান ডা. বিপুল কুমার।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের আব্বাছ আলীর ছেলে রাইহান আলী, থানার মামলা নং ১১, ফেনসিডিল মামলার আসামি খোকশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে টনিক(৩৫), হেরোইন মামলা নং ১৩, তারিখ ৬/৮/২০২২ এর আসামি মোনাখালি গ্রামের দিন মহাম্মদের ছেলে ইন্নাত আলী, হাজিরুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, মামলা নং ১৩, তারিখ ০৬-০৮-২২ এর আসামী দারিয়াপুর গ্রামের মুন্না আযমের ছেলে সাব্বির আহম্মেদ ও হেরোইন বিক্রির অভিযাগে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ১২, তারিখ ০৬/০৮/২০২২ এর আসামি আমদহ গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সবুজ হোসেন।নিজস্ব প্রতিবেদক:

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ধারালো অস্ত্রের

আঘাতে ২টি আঙ্গুল হারালেন কৃষক

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হাতের দুটি আঙ্গুল হারালেন কৃষক হাবিবুর রহমান (৫৫)। হাবিবুর রহমান গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার মৃত রেজাউল হকের ছেলে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত হাবিবুর রহমান বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হাবিবুর জানান ক্রয়কৃত জমির দখল নিয়ে প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেন ও তার অন্যান্য ভাইদের সাথে বিরোধ চলে আসছিল। একই লোকের কাছ থেকে হাবিবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেন জমি কিনেছেন। দুজন আলাদা আলাদা দাগে জমি কিনলেও হাবিবুর রহমানের কেনা দাগে দখল নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।
গতরাত ১১ টার দিকে হাবিবুরকে একা পেয়ে প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে তার ভাই খাদিমুল ইসলাম,প্রতিবেশী পাপ্পু হোসেন, সাইদুলসহ অন্যান্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে
কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময় তার শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত জখম হওয়ার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ডান হাতের ২টি আঙ্গুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গাংনী উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মারুফ হাসান বলেন, তার হাতের দুটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, এঘটনায় মামলা দিলে আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গাংনীর চৌগাছা খ্রীষ্টান পল্লীতে ক্রেতা সেজে গাঁজা

ব্যবসায়ীকে আটক

ক্রেতা সেজে খ্রীষ্টান পল্লীতে অভিযান চালিয়ে ৫’শ গ্রাম গাঁজাসহ জোসেফ রোজারিও (৫০) নামের এক গাঁজা কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আটক জোসেফ রোজারিও গাংনী উপজেলা চৌগাছা গ্রামের খ্রিষ্টান পল্লীর ক্লেমন্ট রোজারিওর ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি ইউনিট ক্রেতা সেজে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৫ শ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল মান্নান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল মান্নান বলেন, ক্রেতা সেহজে তার বাড়িতে অভিযান চালানো জয়। জোসেফ রোজারিওরকে আটকের পর তার শয়ন কক্ষে তল্লাশী চালিয়ে সানসেটের উপর থেকে ৫’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।

জোসেফ রোজারিওর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।